দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 FEB 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

সাক্ষরতাই এবারের একুশের অঙ্গীকার

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, যতদিন এদেশের একজন নাগরিকও নিরক্ষর থাকবে, ততদিন একুশের আবেদন অপূর্ণ থেকে যাবে। সাক্ষরতার আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়াই এবারের একুশের অঙ্গীকার।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বিকালে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদক-১৯৯১ প্রদান অনুষ্ঠানে একথা বলেন। একুশে পদক ১৯৯১ প্রাপ্তদের তিনি একুশে পদক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করেন। তিন ভরি ওজনের স্বর্ণপদক, ২০ হাজার টাকা ও একটি সম্মাননাপত্র দেয়া হয় প্রত্যেককে।

একুশে পদক ১৯৯১ প্রাপ্তরা হচ্ছেন : প্রফেসর আহমদ শরীফ, প্রফেসর কবীর চৌধুরী (সাহিত্য), প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, প্রফেসর এ এম হারুন অর রশীদ (শিক্ষা), ফয়েজ আহমদ (সাংবাদিকতা), প্রফেসর সনজীদা খাতুন (সঙ্গীত), মোহাম্মদ আমিনুল হক (নাট্যকলা) এবং কাজী আবদুল বাসেত (চারুকলা)।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কে বলেন, সন্ত্রাস একুশের চেতনার পরিপন্থী। আমরা যদি একুশকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি তাহলে সন্ত্রাস দমনে আমাদেরকে একজোট হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। দেশের স্বার্থকে স্থান দিতে হবে দল বা গোষ্ঠী স্বার্থের ওপর। দেশের ভবিষ্যতকে আমরা কিছুতেই সন্ত্রাসের হাতে জিম্মি হতে দিতে পারি না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবারের পদক বিতরণী অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা হচ্ছে স্বৈরাচারমুক্ত পরিবেশে। একুশের অন্যতম চেতনা ছিল গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। সেই চেতনা ধারণ করতে পেরে আমরা গর্বিত।

তিনি আরও বলেন, দেশে এখন একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায়। এই সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গণতন্ত্র তখনি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে যখন আপামর মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জিত হবে। সে কারণেই আমরা রাজনৈতিক গণতন্ত্রের পাশাপাশি অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কথা বলছি। অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল একুশের আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য। আমরা সে লক্ষ্য অর্জনে বাস্তব কর্মসূচী হাতে নিচ্ছি। আমরা দ্রুত স্বনির্ভরতা অর্জন করতে চাই।

দেশ উন্নয়নে সচেতন মানুষের প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকার বিশদ উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বনির্ভরতার আন্দোলন সফল করে তোলার জন্য দরকার সচেতন মানুষ। শিক্ষাই সচেতনতার জন্ম দেয়। আমরা তাই (আটের পাতায় ৫-এর কঃ)

একুশের অঙ্গীকার

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি। একুশ মানে শিক্ষা। একুশ মানে সাক্ষরতা।

এ প্রসঙ্গে তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা কর্মসূচী, গ্রামে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা চালুর কথা উল্লেখ করেন। সাক্ষরতা আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার আহবান জানান তিনি।

বাংলা ভাষার আরও উন্নয়ন ও বিকাশের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বিজ্ঞান ও কারিগরি উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার সুষ্ঠু বিকাশে আমাদের আরও তৎপর হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, যারা বাংলা ভাষার উন্নতি ও বিকাশের জন্য ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা করে চলেছেন, তাদের সরকারীভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হবে। জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার সুচারু প্রতিষ্ঠায় দেশের সুধীবর্গ, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো এগিয়ে আসবে বলে প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, দেশ হিসাবে আমরা গরীব হতে পারি। কিন্তু সাহিত্য সংস্কৃতির দিক দিয়ে আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। ঠেকাতে হবে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ। একুশের কাছে এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

দু'জন একুশে পদক গলায় পরলেন না

সাংবাদিকতায় পুরস্কৃত ফয়েজ আহমদ ও সঙ্গীতে পরস্কৃত প্রফেসর সনজীদা খাতুন একুশে পদক প্রধানমন্ত্রীর হাতে গলায় পরতে অসম্মত হন। তাদের এই বিষদৃশ আচরণ ওসমানী হলে উপস্থিত সুধীমহলে গুঞ্জনের জন্ম দেয়। কাউকে কাউকে ক্ষোভ প্রকাশ করতেও দেখা যায়। এরা পদক নেন প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে হাতে।

উপস্থিত অন্য সকলে পদক পরেছেন গলায়। প্রফেসর আহমদ শরীফ ছিলেন অনুপস্থিত। তার পক্ষে তার এক পুত্র পদক গ্রহণ করেন। গত বছর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের আমলে যখন একুশে পদক '৯১ ঘোষিত হয়,তখন আহমদ শরীফ দৈনিক বাংলায় এক সাক্ষাৎকারে কিছু তিক্ত কথা বলেছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে কবীর চৌধুরীর সঙ্গে ব্র্যাকেট করায় তিনি অপমান বোধ করছেন। তিনি একুশে পদক নিতে যাবেন না। তবে বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে নেবেন।

একুশে পদক প্রদান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ, জাতীয় সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

(প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পূর্ণ বিবরণ চাকের পৃষ্ঠায়)।